বিজেপি ও সংখ্যালঘু

২৫-০২-২০১৪

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা ও রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ আজ দিল্লিতে একটা কনভেনশন করে। উদ্বোধনী পর্বে হাজির ছিলাম আমি। সভার উদ্বোধন করেন দলের সভাপতি শ্রী রাজনাথ সিং। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের সাড়া যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

কয়েকবছর ধরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিজেপি সমপর্কে একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরির জন্য পরিকল্পিত প্রচার চলছে। সংখ্যালঘুদের প্রতি বিজেপির যে কোনও বৈরীতা নেই , সংখ্যালঘু সমপ্রদায়কে এটা বোঝাতে এই সমপ্রদায়ভুক্ত দলীয় কর্মীদের অতীতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সামপ্রতিক কিছু ঘটনায় বিজেপির অবস্থান সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের সদস্যদের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৮৪ তে দিল্লি ও দেশের অন্যত্র শিখবিরোধী দাঙ্গার পরেও শিখ সমপ্রদায়ের মানুষের সঙ্গে বিজেপির ভাল সমপর্ক ছিল। পাঞ্জাব, দিল্লি, রাজস্থান, এমপি,ছত্তিশগড়, উত্তরাখন্ড, শিখ সমপ্রদায়ের একাধিক মানুষ বিজেপির টিকিটে বিধানসভা ও লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। গোটা দেশে শিখ সমপ্রদায়ভুক্ত বহু রাজনৈতিক কর্মীই বিজেপির হয়ে কাজ করে।

গোয়া বিধানসভার বিগত নির্বাচনের সময় খ্রীষ্টান সমপ্রদায় থেকে বহু সদস্য পেয়েছিল বিজেপি। সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের একটা বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল।খ্রীষ্টান সমপ্রদায় ও বিজেপির মধ্যে অদৃশ্য দেওয়াল তখনই ধসে যায়। বহু মন্ত্রী এমনকি রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রীও সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ভুক্ত। রাজস্থান বিধানসভার সামপ্রতিক নির্বাচনে সংখ্যালঘু সমপ্রদায় থেকে জয়ী হয়েছেন চার জন। দুজন শিখ ও দুজন মুসলিম। এই চারজনই বিজেপির সদস্য। গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের লোকাল বডিতে সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধি রয়েছে। আমাদের বিজেপির কাছে এটা একটা বড় শিক্ষা যে, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের মধ্যে থেকে আমরা বেশ কিছু প্রার্থী তুলে এনেছি ও যোগ্য নেতাও তৈরি করেছি। এরফলে ভোটারদের কাছ থেকেও আমরা ভাল সাড়া পেয়েছি।

অন্যদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ হল আমরা কখনই সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যন্ত্র মনে করিনা। দেশের সমস্ত নাগরিকের সঙ্গে সমান হিসেবে আমরা তাদের গন্য করি। আজকের এই সভায় আমাদের যে লক্ষ্য আমরা ঘোছণা করেছি তাহল ভারতকে

"দাঙ্গামুক্ত দেশ " হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে সংখ্যালঘু সমপ্রদায়সহ সমস্ত নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকবে।পক্ষপাতিত্ব নয়, সকলকে দেখা হবে সমানভাবে। প্রত্যেকটা ভারতীয়র অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা কাজ করব, যার অঙ্গীভূত বিভিন্ন সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের মানুষ যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হয়।

এই সভায় আরও স্থির হয়েছে সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের মধ্যে বিজেপির অবস্থান তুলে ধরতে ও বিজেপি সমপর্কে সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের মানুষের মধ্যে আমাদের বিরোধীদের তৈরী যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তা দুর করতে আমাদের কর্মী সমর্থকরা গোটা দেশে এরকম আরও অন্তত হাজার খানেক সভা করবে।